২ ঈশ্বর কি খেলাধূলা পছন্দ করেন?

আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন..... এবং ঈশ্বর দেখলেন সবকিছু যা সৃষ্টি করা হয়েছিল সবই ছিল উত্তম।

আদি ১:১, ৩১ পদ।

২০১২ সালের ৪ঠা আগষ্ট শনিবার, ঠিক রাত ৯টার পর বন্দুকটা ফটাস্ করে ফুটে উঠলো ! ৮জন মহিলা তাদের পদচিহ্ন থেকে লাফ দিল। ১০.৭৫ সেকেন্ড পর জ্যামাইকার শেলী-অ্যান ফ্রাসার-প্রাইস লাইন অতিক্রম করলো এবং ১০০ মিটার দৌড়ে অলিম্পিক স্বর্ণপদক জয় করলো, পদকটি পেতে চার বছর আগে বেইজিংএও অংশগ্রহণ করেছিলে। তার জয়ের জন্য সে সম্মানিত হয়েছিল এবং খেলায় এটা ছিল জ্যামাইকা দেশের জন্য প্রথম স্বর্ণ পদক।

খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে শেলী অ্যান এই মুহুর্তের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল কিন্তু ঈশ্বর তা কিভাবে দেখেন? ঈশ্বর কি শেলী-অ্যানের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

"আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।" ...ঈশ্বর আপনার নির্ম্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতিউত্তম। আদিপুস্তক ১:১,৩১ পদ।

যদি আপনি ব্যভিচার সম্বন্ধে বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গী জানতে চান, এটা খুঁজে পেতে কঠিন নয়। ঈশ্বর বলেছেন ইহা মন্দ। দশ আজ্ঞায় আপনি পড়েছেন, "ব্যভিচার করো না" (যাত্রাপুস্তক

২০:১৪ পদ) একই বার্তা বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। যে কোন বাইবেল শব্দসূচী বা বাইবেল অভিধানে আপনি অন্যান্য পঞ্চাশটি পদ পাবেন যেখানে ব্যভিচারকে খারাপ বলা হয়েছে। এটা খুবই পরিস্কার বিষয়।

যাই হোক খেলাধূলা সম্পর্কে ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গী জানতে হলে আমাদের বাইবেলের নীতি সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা থাকতে হবে এবং সেগুলো খেলাধূলাতে প্রয়োগ করতে হবে। একইভাবে প্রত্যেকের মানবীয় কাজগুলোর সাথে আমাদের এটা করা দরকার।

আদি পুস্তক হলো বাইবেলের প্রথম পুস্তক এবং প্রথম দুইটি অধ্যায়ে বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির কাহিনী রয়েছে। ঈশ্বর হলেন তাঁর বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের প্রতিটি সৃষ্টির স্রষ্টা। সৃষ্টির রহস্যে বার বার বলা হয়েছে "উত্তম"। এটা লেখার অর্থ হলো প্রশংসা ও সম্মান প্রকাশ করা। এটা যদি আমরা বুঝি, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তণ হয়ে যাবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে সর্ব বিষয়ে এবং সর্ব সময় তাঁর আরাধনা অবশ্যই আমাদের করতে হবে।

একজন ক্রীড়ামোদী ঈশ্বর

তাহলে ঈশ্বর কি খেলাধূলা সৃষ্টি করেছেন ? উত্তর হলো হ্যাঁ এবং না! অবশ্যই ঈশ্বর খেলাধূলা সৃষ্টি করেন নি-মানুষ সৃষ্টি করেছে। ঈশ্বর রাগবী স্কুলে ফুটবল তুলে নেন নি এবং এটা দিয়ে রাগবী খেলা আবিষ্কার করেন নি। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বলে যে এটা উইলিয়াম ওয়েব এলিস ছিল কি না কিন্তু সেটা আরেক কাহিনী। আমরা যা খেলি ঈশ্বর সেই খেলাগুলো সৃষ্টি করেননি। কিন্তু ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে দৌড়াতে, লাফ দিতে, লাথি মারতে এবং ধরতে ক্ষমতা দিয়েছেন। খেলাধূলা হলো

অতি সাধারণ অর্থে সু-সংগঠিত খেলা যাতে আমরা ঈশ্বর প্রদত্ত দক্ষতা ব্যবহার করতে পারি।

দুটো ভুল ধারণা প্রায় সময় খ্রীষ্টীয় মন্ডলীতে দেখা যায়। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর পুরিটান এর সময় হতে অদ্যাবধি কিছু খ্রীষ্টান খেলাধূলায় সব ধরনের অংশগ্রহণে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করে আসছে। এটা হতে পারে কারণ তারা মনে করে এই কাজটি নিজেই পাপপূর্ণ বা খেলাধূলার সাথে পাপ জড়িত রয়েছে। ক্রীড়ার পরিবেশটি অখ্রীষ্টিয় পরিবেশে পরিপূর্ণ, প্রায় সময় মদ্যপান এবং জুয়া এর সাথে যুক্ত থাকে। শুধু তাই নয় উত্তেজনা এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থাকে যা সহজে খ্রীষ্টানদের প্রভাবিত করতে পারে।

ক্রীড়া সম্পর্কে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী হলো যে এটা আসলে প্রচারের একটা মাধ্যম। তাই এটা ঠিক আছে যে খ্রীষ্টানরা খেলাধূলা করবে কিন্তু একমাত্র প্রচার এর জন্যই। খেলাধূলায় নিজস্ব কোন মূল্য নেই।

এটা সত্য যে ক্রীড়া জগত একটি বেশী ঈশ্বরবিহীন স্থান হতে পারে কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রে এটা এমন নয়। যে কার্যক্রমে আমরা ঈশ্বর প্রদত্ত মেধা ও দক্ষতা ব্যবহার করতে পারি, সে বিবেচনায় খেলাধূলা হলো মানুষের অন্যান্য কার্যক্রমের মতই খুবই মূল্যবান এবং গ্রহণযোগ্য কার্যক্রম । এ ছাড়াও এটা একদম সত্যি যে ক্রীড়া জগতের মাধ্যমে প্রচারের অনেক সুযোগ আছে-যা আমাদের দুইহাতে শক্ত করে ধরা উচিত। কিন্তু সেটাই আমাদের খেলাধূলা করার জন্য একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। খেলাধূলা করা মানুষের অন্যান্য কার্যক্রমের মত একটি গ্রহণযোগ্য কার্যক্রম।

তবে যে প্রশ্নটি দিয়ে আমরা শুরু করলাম, তার উত্তর কিঃ যখন শেলী-অ্যান তার সমস্ত শক্তি ও দেহ ব্যবহার করে অন্যান্য জীবিত মহিলাদের চেয়ে বেশী দৌড়ালো, ঈশ্বর কি তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন? আমাদের উত্তর হবে একটি মানসম্পন্ন "হ্যাঁ" সূচক। ঈশ্বর শেলী-অ্যানকে সৃষ্টি করেন এবং দৌড় দিতে তাকে সক্ষমতা দিলেন কিন্তু ঈশ্বর তার চেয়ে বেশী কিছুই ভালবাসেন না-যেদিন সে জিতে বা যেদিন সে হেরে যায়- তার চেয়ে বেশী- সে খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটি বিষয় জানল।

"অনেক মানুষ বিশ্বাস করে যে, যদি তুমি না জিত, তবে সেখানে ঈশ্বর নেই। কিন্তু তিনি সর্বদা সেখানে রয়েছেন। আমি জয়ী হই বা হেরে যাই-এটা কোন ব্যাপার নয়। শুধুমাত্র দৌড়ের লাইনে দাঁড়ানোর সামর্থ্য এবং জানা যে-আমি ঈশ্বরের সন্তান-যা আমাকে অসাধারণ করে তুলেছে এবং বলবার সামর্থ্য দিয়েছেন," তাহলে আজ আমি যা করছি তা সবই ঈশ্বরের জন্য"। আমি আশা করি-আমার মাধ্যমে দৌড় দ্বারা-ঈশ্বর গৌরবান্বিত হবেন এবং আমার এটা উপভোগের চেয়ে অধিকতর বেশী উপভোগ তিনি করবেন। যখন আমি দৌড়াই, প্রথম বিষয় যা আমি আমার নিজেকে বলি। আমি আশা করি ঈশ্বর আমার আরাধনায় সন্তুষ্ট আছেন এবং দৌড়ই হচ্ছে আমার আরাধনা-তাঁকে আরাধনা করার আমার উপায় কারণ তিনিই আমাকে মেধা ও সক্ষমতা দিয়েছেন"।

যদি শেলী-অ্যান এ সমস্ত মেধা ব্যবহার করে তবে তার মনোভাব ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে অনেক উপরে যাবে-যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তখনিই ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির এই নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশংসা করতে পারেন। আসুন আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে অধিকতর বিবেচনা করি।